এক কথায় প্রকাশ, বাক্য সংকোচন

যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয় → ব্যয়বহুল ।

যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় → নাতিশীতোষ্ণ ।

যার বিশেষ খ্যাতি আছে → বিখ্যাত ।

যা আঘাত পায় নি → অনাহত ।

যা উদিত হচ্ছে → উদীয়মান ।

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে → বর্ধিষ্ণু ।

যা পূর্বে শোনা যায় নি → অশ্রুতপূর্ব ।

যা সহজে ভাঙ্গে → ভঙ্গুর ।

যা সহজে জীর্ণ হয় → সুপাচ্য ।

যা খাওয়ার যোগ্য → খাদ্য ।

যা চিবিয়ে/চর্বণ করে খেতে হয় → চর্ব্য ।

যা চুষে খেতে হয় → চোষ্য ।

যা লেহন করে খেতে হয়/লেহন করার যোগ্য → লেহ্য ।

যা পান করতে হয়/পান করার যোগ্য → পেয় ।

যা পানের অযোগ্য → অপেয় ।

যা বপন করা হয়েছে → উপ্ত ।

যা বলা হয়েছে → উক্ত ।

যার তল স্পর্শ করা যায় না → অতলস্পর্শী।

যার নাম কেউ জানে না → অজ্ঞাতনামা।

যার পত্নী গত হয়েছে → বিপত্নীক।

যার ভাতের অভাব → হাভাতে।

যার মমতা নেই → নির্মম।

যার তুলনা হয় না → অতুলনীয়।

যার সীমা নেই → অসীম।

যার তুলনা নেই → অতুলনীয়।

যার অন্ত নেই → অন্তহীন।

যার শত্রু জন্মায়নি → অজাতশত্রু।

যার বিশেষ খ্যাতি আছে → বিখ্যাত ।

যার কোনো কিছুতে ভয় নেই → অকুতোভয়।

যার অন্য উপায় নেই → অনন্যোপায়।

যার কাজ করার শক্তি আছে → সক্ষম।

যার আকার নেই → নিরাকার।

যার পীড়া হয়েছে → পীড়িত।

যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে → প্রত্যুৎপন্নমতি।

যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না → অজ্ঞাতকুলশীল ।

যার অন্য উপায় নেই → অনন্যোপায় ।

যার কোন উপায় নেই → নিরুপায় ।

যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে → প্রত্যুৎপন্নমতি ।

যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে → সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব ।

যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই → অকুতোভয় ।

যার আকার কুৎসিত → কদাকার ।

যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয় → ব্যয়বহুল ।

যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় → নাতিশীতোষ্ণ ।

যা আঘাত পায় নি → অনাহত ।

যা উদিত হচ্ছে → উদীয়মান ।

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে → বর্ধিষ্ণু ।

যা পূর্বে শোনা যায় নি → অশ্রুতপূর্ব ।

যা সহজে ভাঙ্গে → ভঙ্গুর ।

যা সহজে জীর্ণ হয় → সুপাচ্য ।

যা খাওয়ার যোগ্য → খাদ্য ।

যা চিবিয়ে/চর্বণ করে খেতে হয় → চর্ব্য ।

যা চুষে খেতে হয় → চোষ্য ।

যা লেহন করে খেতে হয়/লেহন করার যোগ্য → লেহ্য ।

যা পান করতে হয়/পান করার যোগ্য → পেয় ।

যা পানের অযোগ্য → অপেয় ।

যা বপন করা হয়েছে → উপ্ত ।

যা বলা হয়েছে → উক্ত ।

যার তল স্পর্শ করা যায় না → অতলস্পর্শী।

যার বিশেষ খ্যাতি আছে → বিখ্যাত।

যার নাম কেউ জানে না → অজ্ঞাতনামা।

যার পত্নী গত হয়েছে → বিপত্নীক।

যার ভাতের অভাব → হাভাতে।

যার মমতা নেই → নির্মম।

যার তুলনা হয় না → অতুলনীয়।

যার সীমা নেই → অসীম।

যার তুলনা নেই → অতুলনীয়।

যার অন্ত নেই → অন্তহীন।

যার শত্রু জন্মায়নি → অজাতশত্রু।

যার কোনো কিছুতে ভয় নেই → অকুতোভয়।

যার অন্য উপায় নেই → অনন্যোপায়।

যার কাজ করার শক্তি আছে → সক্ষম।

যার আকার নেই → নিরাকার।

যার পীড়া হয়েছে → পীড়িত।

যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে → প্রত্যুৎপন্নমতি।

যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না → অজ্ঞাতকুলশীল ।

যার অন্য উপায় নেই → অনন্যোপায় ।

যার কোন উপায় নেই → নিরুপায় ।

যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে → প্রত্যুৎপন্নমতি ।

যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে → সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব ।

যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই → অকুতোভয় ।

যার আকার কুৎসিত → কদাকার ।

যা বলার যোগ্য নয় → অকথ্য।

যা চুষে খাওয়া যায় → চুষ্য ।

যা জলে জন্মে → জলজ।

যা দেখা যাচ্ছে → দৃশ্যমান।

যা পূর্বে ছিল এখন নেই → ভূতপূর্ব।

যা একইভাবে চলে → গতানুগতিক।

যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না → অবর্ণনীয়।

যা কষ্ট করে জয় করা যায় → দুর্জয়।

যা হবেই/হইবে → ভাবী।

যা সহজে দমন করা যায় না → দুর্দমনীয়।

যা মাটি ভেদ করে ওঠে → উদ্ভিদ।

যা ফুরায় না → অফুরান।

যা জলে চরে → জলচর।

যা কষ্টে লাভ করা যায় → দুর্লভ।

যা পূর্বে ঘটেনি → অভূতপূর্ব।

যা বনে চরে → বনচর।

যা সহজেই ভেঙে যায় → ঠুনকো।

যা দমন করা যায় না → অদম্য।

যা দমন করা কষ্টকর → দুর্দমনীয়।

যা নিবারণ করা কষ্টকর → দুর্নিবার।

যা পূর্বে ছিল এখন নেই → ভূতপূর্ব ।

যা বালকের মধ্যেই সুলভ → বালকসুলভ ।

যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে → অযত্নলব্ধ ।

যা ঘুমিয়ে আছে → সুপ্ত ।

যা বার বার দুলছে → দোদুল্যমান ।

যা দীপ্তি পাচ্ছে → দেদীপ্যমান ।

যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না → অনন্যসাধারণ ।

যা পূর্বে দেখা যায় নি → অদৃষ্টপূর্ব ।

যা কষ্টে জয় করা যায় → দুর্জয় ।

যা কষ্টে লাভ করা যায় → দুর্লভ ।

যা অধ্যয়ন করা হয়েছে → অধীত ।

যা অনেক কষ্টে অধ্যয়ন করা যায় → দুরধ্যয় ।

যা জলে চরে → জলচর ।

যা স্থলে চরে → স্থলচর ।

যা সহজে অতিক্রম করা যায় না → দুরতিক্রমনীয়/দুরতিক্রম্য ।

যা জলে ও স্থলে চরে → উভচর ।

যা বলা হয় নি → অনুক্ত ।

যা কখনো নষ্ট হয় না → অবিনশ্বর ।

যা মর্ম স্পর্শ করে → মর্মস্পর্শী ।

যা বলার যোগ্য নয় → অকথ্য ।

যা চিন্তা করা যায় না → অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য ।

যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু → বন্ধুর ।

যে নৌকা চালায় → মাঝি।

যেখানে লোকজন বাস করে → লোকালয়।

যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে → কৃতজ্ঞ।

যে হিংসা করে → হিংসক।

যে উপকারীর অপকার করে → কৃতঘ্ন।

যে বিদেশে থাকে → প্রবাসী।

যে আকাশে চরে → খেচর।

যে কোন বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে → বীতস্পৃহ ।

যে শুনেই মনে রাখতে পারে → শ্রুতিধর ।

যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে → উদ্বাস্তু ।

যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয় → স্বয়ংবরা ।

যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না → বনস্পতি ।

যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে → হাতুড়ে ।

যে নারীর সন্তান বাঁচে না/যে নারী মৃত সন্তান প্রসব করে → মৃতবৎসা ।

যে গাছ অন্য কোন কাজে লাগে না → আগাছা ।

যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে → পরগাছা ।

যে পুরুষ বিয়ে করেছে → কৃতদার ।

যে মেয়ের বিয়ে হয়নি → অনূঢ়া ।

যে ক্রমাগত রোদন করছে → রোরুদ্যমান (স্ত্রীলিঙ্গ → রোরুদ্যমানা) ।

যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না → অপরিণামদর্শী ।

যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে → অবিমৃশ্যকারী ।

অগ্র পশ্চাত বিবেচনা না করে কাজ করে যে → অবিমৃশ্যকারী

যে বিষয়ে কোন বিতর্ক/বিসংবাদ নেই → অবিসংবাদী ।

যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ → শ্বাপদসংকুল ।

যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায় → সর্বংসহা ।

যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে → বীরপ্রসূ ।

যে নারীর কোন সন্তান হয় না → বন্ধ্যা ।

যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে → কাকবন্ধ্যা ।

যে নারীর স্বামী প্রবাসে আছে → প্রোষিতভর্তৃকা ।

যে স্বামীর স্ত্রী প্রবাসে আছে → প্রোষিতপত্নীক ।

যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর → সুদর্শন (স্ত্রীলিঙ্গ → সুদর্শনা) ।

যে বৃক্ষের ফুল না হলেও ফল হয় → বনস্পতি।

যে রব শুনে এসেছে → রবাহুত ।

যে লাফিয়ে চলে → প্লবগ ।

যে নারী কখনো সূর্য দেখেনি → অসূর্যম্পশ্যা ।

যে নারীর স্বামী মারা গেছে → বিধবা ।

যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে → নবোঢ়া ।

যা মর্ম স্পর্শ করে → মর্মস্পর্শী।

যা সহজে লাভ করা যায় → সুলভ।

যা সহজে ভেঙে যায় → ভঙ্গুর।

যা বালকের মধ্যেই সুলভ → বালসুলভ।

যা লাফিয়ে চলে → প্লবগ।

যা বুকে হাঁটে → সরীসৃপ।

বিচার নেই এমন → অবিচার্য।

বিনা পয়সায় → মুফত/মাগনা।

বিভিন্ন জাতি সম্পর্কীয় → বহুজাতিক।

বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ → বীরশ্রেষ্ঠ।

ভয় নেই যার → নির্ভীক।

ভিক্ষার অভাব → দুর্ভিক্ষ।

ভাষা সম্পর্কে যিনি বিশেষ জ্ঞান রাখেন → ভাষাবিদ।

ভোজন করতে ইচ্ছুক → বুভুক্ষু।

ভাবা যায় না এমন → অভাবনীয়।

ভোজন করার ইচ্ছা → বুভুক্ষা ।

ভ্রমরের গান → গুঞ্জন।

মধুর ধ্বনি → মধুরা।

ময়ূরের ডাক → কেকা।

মন হরণ করে যা → মনোহর ।

মন হরণ করে যে নারী → মনোহারিণী ।

মরণ পর্যন্ত → আমরণ।

মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ → মৌমাছি।

মর্মকে পীড়া দেয় যা → মর্মন্তুদ ।

মাটি ভেদ করে ওঠে যা → উদ্ভিদ ।

মায়ের মতো যে ভূমি → মাতৃভূমি।

মাটির তৈরি শিল্পকর্ম → মৃৎশিল্প।

মিষ্টি কথা বলে যে → মিষ্টভাষী।

মেধা আছে যার → মেধাবী।

মৃতের মতো অবস্থা → মুমূর্ষু।

মৃতের মত অবস্থা যার → মুমূর্ষু।

মুক্তি কামনা করে যে → মুক্তিকামী।

মৃত্তিকা দিয়ে নির্মিত → মৃন্ময়।

মুষ্টি দিয়ে যা পরিমাপ করা যায় → মুষ্টিমেয় ।

মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত → মৃন্ময় ।

মৃত গবাদি পশু ফেলা হয় যেখানে → ভাগাড় ।

যে গাছ অন্য গাছের ওপর জন্মে → পরগাছা।

যে নারীর পুত্রসন্তান হয়নি → অপুত্রক।

যে পরিণাম বোঝে না → অপরিণামদর্শী।

যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না → বনস্পতি।

যে জামাই শ্বশুরবাড়ি থাকে → ঘরজামাই।

যে মেয়ের বিয়ে হয়নি → অনূঢ়া।

যে পরে জন্মগ্রহণ করেছে → অনুজ।

যে জমিতে দুবার ফসল হয় → দো-ফসলা।

যে সংবাদ বহন করে → সাংবাদিক।

যে অত্যাচার করে → অত্যাচারী।

যে শব্দ বাধা পেয়ে ফিরে আসে → প্রতিধ্বনি।

যে অন্যের অধীন নয় → স্বাধীন।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত → আপাদমস্তক ।

পূর্বজন্ম স্মরণ করে যে → জাতিস্মর ।

পান করার যোগ্য → পেয় ।

পান করার ইচ্ছা → পিপাসা ।

পরের অধীন → পরাধীন।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত → আপাদমস্তক।

পরিহার করা যায় না এমন → অপরিহার্য।

পান করার যোগ্য → পেয়।

পাখির কলরব → কূজন।

পান করার ইচ্ছা → পিপাসা।

পা হতে মাথা পর্যন্ত → আপাদমস্তক।

পেছনে সরে যাওয়া → পশ্চাদপসরণ।

পুবের বাতাস → পুবালি।

পুরুষানুক্রমিক → ঐতিহ্য।

পুতুল পূজা করে যে → পৌত্তলিক।

প্রহরা দেয় যে → প্রহরী।

প্রতিভা আছে যার → প্রতিভাবান।

প্রিয় বাক্য বলে যে নারী → প্রিয়ংবদা ।

প্রাণ আছে যার → প্রাণী।

প্রাচীন ইতিহাস → প্রত্নতাত্ত্বিক।

প্রাণিদেহ থেকে লব্ধ → প্রাণিজ।

ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় → ওষধি।

ফুল হতে জাত → ফুলেল।

বয়সে সবচেয়ে বড়ো যে → জ্যেষ্ঠ ।

বয়সে সবচেয়ে ছোটো যে → কনিষ্ঠ ।

বরণ করার যোগ্য → বরণীয়।

বনে বাস করে যে → বনবাসী।

বড় গ্রহকে ঘিরে যে ছোট গ্রহ ঘোরে → উপগ্রহ।

বাঘের ডাক → গর্জন।

ব্যাকরণ জানেন যিনি → বৈয়াকরণ ।

বেদ-বেদান্ত জানেন যিনি → বৈদান্তিক ।

বেশি কথা বলে যে → বাচাল।

বেঁচে আছে এমন → জীবিত।

বিদেশে থাকে যে → প্রবাসী ।

বিশ্বজনের হিতকর → বিশ্বজনীন ।

বিশ্বের যে নবী → বিশ্বনবী।

বিদেশে থাকে যে → প্রবাসী।

বিলম্বে নয় এমন → অবিলম্বে।

বিনা অপরাধে সংঘটিত হত্যা → গণহত্যা

বিচিত্রতায় পূর্ণ যা → বৈচিত্র্যপূর্ণ।

বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে গবেষণায় রত যিনি → বৈজ্ঞানিক

জানতে ইচ্ছুক → জিজ্ঞাসু ।

জ্বল জ্বল করছে যা → জাজ্বল্যমান ।

জয় করার ইচ্ছা → জিগীষা ।

জয় করতে ইচ্ছুক → জিগীষু ।

জানু পর্যন্ত লম্বিত → আজানুলম্বিত ।

জন্ম থেকে আরম্ভ করে → আজন্ম।

জানা আছে যা → জ্ঞাত।

জানা নেই যা → অজ্ঞাত।

জলে ও স্থলে চরে যে → উভচর।

জায়া ও পতি → দম্পতি।

জীবন পর্যন্ত → আজীবন।

জীবিত থেকেও যে মৃত → জীবন্মৃত ।

জনশূন্য স্থান → নির্জন।

ডালের আগা → মগডাল।

ঢেউয়ের ধ্বনি → কল্লোল।

তল স্পর্শ করা যায় না যার → অতলস্পর্শী ।

তীর ছোঁড়ে যে → তীরন্দাজ ।

তুলনা হয় না এমন → অতুলনীয়।

তিন রাস্তার মোড় → তেমাথা।

তাল ঠিক নেই যার → বেতাল।

ত্রি (তিন) ফলের সমাহার → ত্রিফলা।

দিনে যে একবার আহার করে → একাহারী ।

দীপ্তি পাচ্ছে যা → দীপ্যমান ।

দু'বার জন্মে যে → দ্বিজ ।

দমন করা যায় না এমন → অদম্য।

দিনের মধ্যভাগ → মধ্যাহ্ন।

দিনে যে একবার আহার করে → একাহারী।

দিবসের প্রথম ভাগ → পূর্বাহ্ন।

দিবসের শেষ ভাগ → অপরাহ্ন।

১৫৪দূরে দেখে না যে → অদূরদর্শী।

নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার → নশ্বর ।

নদী মেখলা যে দেশের → নদীমেখলা ।

নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে → নাবিক ।

নিজেকে যে বড়ো মনে করে → হামবড়া ।

নূপুরের ধ্বনি → নিক্কণ ।

নষ্ট হয় যা → নশ্বর।

নিশাকালে চরে বেড়ায় যে → নিশাচর।

নদীমাতা যার → নদীমাতৃক।

নূপুরের শব্দ → নিক্কণ।

নতুন কিছু তৈরি করা → উদ্ভাবন।

নিজের অধিকার → স্বাধিকার।

নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসের গাদা → আবর্জনা।

নিজের ইচ্ছায় → স্বেচ্ছায়।

একই গুরুর শিষ্য → সতীর্থ ।

একই বিষয়ে যার চিত্ত নিবিষ্ট → একাগ্রচিত্ত।

একই সময়ে → যুগপৎ।

একই মাতার উদরে জন্ম যাদের → সহোদর।

ত্রি (তিন) ফলের সমাহার → ত্রিফলা।

স্ত্রীর বশীভূত হয় যে → স্ত্রৈণ ।

কথায় বর্ণনা যায় না যা → অনির্বচনীয় ।

কোনভাবেই নিবারণ করা যায় না যা → অনিবার্য ।

কোন কিছুতেই ভয় নেই যার → নির্ভীক, অকুতোভয় ।

কউ জানতে না পারে এমনভাবে → অজ্ঞাতসারে ।

কল্পনা করা যায় না এমন → অকল্পনীয়।

কন্ঠ পর্যন্ত → আকন্ঠ।

কম কথা বলে যে → মিতভাষী।

কষ্টে লাভ করা যায় যা → দুর্লভ

কষ্টে গমন করা যায় যেখানে → দুর্গম।

কষ্টে নিবারণ করা যায় যা → দুর্নিবার

কোথাও উঁচু কোথাও নিচু → বন্ধুর।

কী করতে হবে তা বুঝতে না পারা → কিংকর্তব্যবিমূঢ়

কূলের সমীপে → উপকূল।

কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী → কর্মঠ।

কল্পনা করা যায় না এমন → অকল্পনীয়।

কোকিলের স্বর → কুহু।

খাবার যোগ্য → খাদ্য।

খ্যাতি আছে যার → খ্যাতিমান।

খাওয়ার ইচ্ছা → ক্ষুধা।

খাদ নেই যাতে → নিখাদ।

ক্ষমার যোগ্য → ক্ষমার্হ।

ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী → ক্ষণস্থায়ী।

গোপন করার ইচ্ছা → জুগুপ্সা ।

গরু রাখার স্থান → গোহাল।

গরুর ডাক → হাম্বা।

গরু চরায় যে → রাখাল।

গাভির ডাক → হাম্বা।

ঘোড়ার ডাক → হ্রেষা।

চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত → চাক্ষুষ ।

চোখে যার লজ্জা নেই → চশমখোর।

চালচলনের উৎকর্ষ → সভ্যতা।

চিত্রকর্মের কাঠামো → নকশা।

চিরদিন মনে রাখার যোগ্য → চিরস্মরণীয়।

চৈত্র মাসের ফসল → চৈতালি ।

জয়ের জন্য যে উৎসব → জয়োৎসব।

জানার ইচ্ছা → জিজ্ঞাসা ।

আচারে নিষ্ঠা আছে যার → আচারনিষ্ঠ ।

আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা যার → আত্মকেন্দ্রীক ।

৪আকাশে চরে যে → খেচর ।

আকাশে গমন করে যে → বিহগ, বিহঙ্গ ।

আট প্রহর যা পরা যায় → আটপৌরে ।

আপনার রং লুকায় যে/যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না → বর্ণচোরা ।

আয় অনুসারে ব্যয় করে যে → মিতব্যয়ী ।

আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে → পণ্ডিতম্মন্য।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত → আদ্যন্ত ।

আকাশ ও পৃথিবী → ক্রন্দসী।

আলো ছড়ায় যে পাখি → আলোর পাখি।

আলাপ করতে তৎপর → আলাপী।

আলোচনার বিষয়বস্তু → আলোচ্য।

আপনাকে ভুলে থাকে যে → আপনভোলা।

আঠা যুক্ত আছে যাতে → আঠালো।

আকাশ পথে যে যান ব্যবহার করা যায় → নভোযান।

আচারে নিষ্ঠা আছে যার → আচারনিষ্ঠ।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত → আদ্যন্ত।

আপনার বর্ণ লুকায় যে → বর্ণচোরা।

আমিষের অভাব → নিরামিষ।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার → আস্তিক।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার → নাস্তিক।

৬আকাশে ওড়ে যে → খেচর।

ইতিহাস রচনা করেন যিনি → ঐতিহাসিক

ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি → ইতিহাসবেত্তা

ইতিহাস জানেন যিনি → ইতিহাসবেত্তা।

ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে → জিতেন্দ্রিয়।

ইন্দ্রকে জয় করেছে যে → ইন্দ্রজিৎ ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার → আস্তিক ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার → নাস্তিক ।

ঈষৎ আমিষ/আঁষ গন্ধ যার → আঁষটে ।

উপকার করবার ইচ্ছা → উপচিকীর্ষা ।

৭উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে → কৃতজ্ঞ ।

উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে → অকৃতজ্ঞ ।

উপকারীর অপকার করে যে → কৃতঘ্ন ।

উদ্দাম নৃত্য → তাণ্ডব।

উপায় নেই যার → নিরুপায়।

উপকার করেন যিনি → উপকারক।

উপকারীর উপকার স্বীকার করা → কৃতজ্ঞতা ।

একই সময়ে বর্তমান → সমসাময়িক ।

একই মায়ের সন্তান → সহোদর ।

এক থেকে আরম্ভ করে → একাদিক্রমে ।

অকালে পক্ক হয়েছে যা → অকালপক্ক।

অক্ষির অগোচরে → পরোক্ষ।

অক্ষির সম্মুখে → প্রত্যক্ষ।

অগ্রে গমন করে যে → অগ্রগামী।

অতি দীর্ঘ নয় → নাতিদীর্ঘ।

অতি শীতলও নয় অতি উষ্ণও নয় → নাতিশীতোষ্ণ।

অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছে যে → অগ্রজ।

অনেক কষ্টে ভিক্ষা পাওয়া যায় যখন → দুর্ভিক্ষ।

অনেকের মধ্যে একজন → অন্যতম।

অনুসন্ধান করার ইচ্ছা → অনুসন্ধিৎসা।

পশ্চাতে গমন করে যে → অনুগামী।

অবশ্যই যা ঘটবে → অবশ্যম্ভাবী।

অভিজ্ঞতার অভাব যার → অনভিজ্ঞ।

অহংকার করে যে → অহংকারী।

অহংকার নেই এমন → নিরহংকার।

অল্প ব্যয় করে যে → মিতব্যয়ী।

অন্বেষণ করার ইচ্ছা → অন্বেষা।

অকালে পেকেছে যে → অকালপক্ব ।

অক্ষির সম্মুখে বর্তমান → প্রত্যক্ষ ।

অগ্রে গমন করে যে → অগ্রগামী ।

অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার → অনভিজ্ঞ ।

অহংকার নেই যার → নিরহংকার ।

অহংকার করে যে → অহংকারী ।

অশ্বের ডাক → হ্রেষা ।

অতি কর্মনিপুণ ব্যক্তি → দক্ষ ।

অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা → অনুসন্ধিৎসা ।

অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক যে → অনুসন্ধিৎসু।

অপকার করবার ইচ্ছা → অপচিকীর্ষা।

পশ্চাতে গমন করে যে → অনুগামী।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে → অবিমৃষ্যকারী।

অতি শীতও নয়, অতি উষ্ণও নয় → নাতিশীতোষ্ণ।

অবশ্য হবে/ঘটবে যা → অবশ্যম্ভাবী।

অতি দীর্ঘ নয় যা → নাতিদীর্ঘ।

অতিক্রম করা যায় না যা → অনতিক্রম্য।

অতিক্রম করা যায় না যা → অনতিক্রমনীয়।

অনেক কষ্টে ভিক্ষা পাওয়া যায় যখন → দুর্ভিক্ষ।

অগ্রে জন্মেছে যে → অগ্রজ।

অনুতে/পশ্চাতে/পরে জন্মেছে যে → অনুজ।

অরিকে দমন করে যে → অরিন্দম।

অন্য উপায় নেই যার → অনন্যোপায়।

অনেকের মাঝে একজন → অন্যতম।

অন্য গাছের ওপর জন্মে যে গাছ → পরগাছা।

BongQuotes